১২৬

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শরীয়তপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরে ক্লাস হচ্ছে মাত্র ১০৭ দিন

!! মোবারেক উদ্দিন আহমেদ !!

শরীয়তপুর, ১৬ই সেপ্টেম্বর।– শরীয়তপুরের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরে মাত্র ১শ' ৭দিন চলে ক্লাস, বাকি ২শ' ৫৮ দিনই থাকে শিক্ষকদের শুক্রবারের বন্ধ, নৈমিত্তিক ছুটি, সমন্বয় সভা, শিক্ষা কমিটির সভা, তথ্য জমা দেয়া, বেতন তোলাসহ বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করানোর মতো যথেষ্ট সুযোগ এখন আর নেই বললেই চলে।

শরীয়তপুরের ৬টি থানার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা ও তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করানোর চাইতে শিক্ষকদের ওপর বাইরের কাজের লোড খুব বেশি। ফলে বছরের বেশিরভাগ সময়ই শিক্ষকদের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। সে কারণে শরীয়তপুরে হাতেগোনা কয়েকটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া বাকি সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান নিচে নেমে গেছে। এ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরের (৩৬৫ দিন) মধ্যে মাত্র ১শ' ৭ দিন চলছে ক্লাস, বাকি ২শ' ৫৮ দিন থাকছে প্রায় বন্ধের মতো, অর্থাৎ তেমন কোন শিক্ষা কার্যক্রম চলছে না। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ওই ২শ ৫৮ দিনের মধ্যে ৭৫ দিন থাকছে সরকারি বন্ধ, ৫২টি শুক্রবারের বন্ধ, ২০দিন নৈমিত্তিক ছুটি, ১২টি সমন্বয় সভা, ১২টি কার্যকরী কমিটির সভা, ২৪টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির সভা, ১৫দিনব্যাপী শিক্ষাপক্ষ, ৩০দিন সময় লাগছে বই বিতরণ কার্যক্রমে, বছরে গড়ে ৩০দিন বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বন্ধ, ১২দিন বেতন উত্তোলন, ১২দিন তথ্য জমা দেয়া, ১২দিন ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ র‍্যালি, ১২দিন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উঠান বৈঠক। এছাড়া স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন স্যালাইন তৈরি কার্যক্রম, আয়োডিন লবণ পরীক্ষা, শিশু জরিপ, আন্তর্জাতিক দিবসসমূহে র‍্যালি, কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন ইত্যাদি কাজে বছরে আরো অপচয় হচ্ছে কম করে হলেও ৪০দিন।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের স্বার্থে শরীয়তপুরসহ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠদানের বাইরের অন্যান্য কাজের চাপ ও তাদের সরকারি ও নৈমিত্তিক ছুটির পরিমাণ খানিকটা কমিয়ে আনা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের নিয়মিত হাজিরার ওপর কড়াকড়ি নির্দেশনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নয়তো জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান মারাত্মক নাজুক পর্যায়েই রয়ে যাবে।